দৈনিক সংবাদ

৫/১১/২০০১

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভিসি আজাদ চৌধুরীর পদত্যাগ চান সাদা দলের শিক্ষকরা

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার সমর্থিত সাদা দলের শিক্ষকরা উপাচার্য অধ্যাপক এ. কে আজাদ চৌধুরীর পদত্যাগ চান। তারা এ ব্যাপারে বিভিন্ন প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। গত শনিবার রাতে সাদাদলের শিক্ষকরা উপাচার্যের বাসভবনে গিয়ে তাকে রুটিনমাফিক কাজ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যসব কাজ বন্ধ রাখার জন্য চাপ প্রয়োগ করেছেন। তারা আগামী ১২ই নভেম্বর অনুষ্ঠেয় সিন্ডিকেট সভাসহ সিনেট, অ্যাকাডেমিক কমিটির মিটিং বন্ধ রাখার জন্য উপাচার্যকে চাপ দেন। জানা গেছে, রাত ৮টার দিকে সাদাদলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ওয়াকিল আহমেদের নেতৃত্বে প্রায় ৩০ জনের মতো শিক্ষক উপাচার্যের বাসভবনে গিয়ে তাকে এই চাপ প্রয়োগ করেন। এ সময় তাদের সাথে উপাচার্যের প্রায় ঘণ্টাখানেক আলোচনা হয়। এ সময় উপাচার্য সাদাদলের শিক্ষকদের কেন সিনেট, সিন্ডিকেট, অ্যাকাডেমিক কমিটির বৈঠক বন্ধ রাখা হবে– প্রশ্ন করলে সাদাদলের শিক্ষকরা উত্তরে বলেন, আপনার লিগ্যাল অধিকার থাকলেও নৈতিক অধিকার নেই। কারণ গত পাঁচ বছরে

চান : পৃঃ ২ কঃ ৩

চান : ভিসির পদত্যাগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আপনি দলীয় কর্মকাণ্ড ছাড়া আর কিছুই করেননি। প্রভোস্ট থেকে শুরু করে শিক্ষক নিয়োগ পর্যন্ত দলীয়ভাবে করেছেন, আমাদের কোন কথা শোনেননি। এসব বাকবিতণ্ডার এক পর্যায়ে উপাচার্য সাদাদলের শিক্ষকদের তার পদত্যাগের ব্যাপারে স্পষ্ট করে বলার কথা বললে শিক্ষকরা বলেন, বুঝতেই তো পারছেন। সবকিছু বলার কি প্রয়োজন?

গত ১লা অক্টোবরের নির্বাচনে বিএনপির নেতৃত্বে চারদলীয় জোট ক্ষমতায় আসার আগ থেকেই সাদাদলের শিক্ষকরা বর্তমান ভিসিকে পদত্যাগ করার জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়া শুরু করেন। ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরাও প্রকাশ্যে ভিসির পদত্যাগের দাবিতে মিটিং-মিছিল করে আসছে; কিন্তু কয়েকদিন ধরে তারা মিছিল-মিটিং বন্ধ রেখেছে।

এ ব্যাপারে উপাচার্য অধ্যাপক এ. কে আজাদ চৌধুরী ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উপাচার্যদের পদত্যাগ করালে শিক্ষা ব্যবস্থা চলতে পারে না। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গত পাঁচ বছরে বিভিন্ন উন্নয়নের কথা উল্লেখ করে বলেন, আমি এখনও সকলের সহাবস্থান চাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন চাই। তিনি গত পাঁচ বছরের উন্নয়নের কথা বলতে গিয়ে বলেন, ছাত্রদের কথা চিন্তা করে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনেক সময় গোলাগুলির মাঝেও হাজির হয়েছি এবং পরিস্থিতি শান্ত করেছি। আগামীতেও করব। তবে সকলের সহযোগিতার প্রয়োজন।

উপাচার্যের পদত্যাগের ব্যাপারে বেশ কয়েকজন সিনেট সদস্য বলেছেন, সর্বোচ্চ ভোটের মাধ্যমে উপাচার্যকে নিয়োগ করা হয়েছে। সুতরাং পদত্যাগ করার প্রশ্নই আসে না। তারা উপাচার্যকে নিয়মিত কাজ চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাদাদলের শিক্ষক মহব্বত আলী ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, আমাদের দলের (সাদা) আহ্বায়ক অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ উপাচার্যকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পলিসি নির্ধারণ সংক্রান্ত কাজকর্ম থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।

ভিসি অধ্যাপক এ.কে আজাদ চৌধুরীকে অপসারণের চেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৮ জন সিনেট সদস্য। গতকাল রোববার এক বিবৃতিতে এই প্রতিবাদ জানানো হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত উপাচার্যকে পদত্যাগের চেষ্টা অগণতান্ত্রিক। এ ধরনের চেষ্টা কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। বিবৃতিতে সইদানকারী সিনেট সদস্যদের মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক আ.আ.ম.স. আরেফিন সিদ্দিক, ড. আমিনুর রশীদ, ড. হারুন-অর-রশীদ, ড. সৈয়দ গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, ড. রঙ্গলাল সেন, ড. সুলতানা শফি প্রমুখ।